বাংলা একাডেমীর হাতে বিপন্ন বাংলা

জাকারিয়া স্বপনের প্রতিবেদন

দেশে কমপিউটারে বাংলা কী বোর্ড প্রণয়নের জন্য বাংলা একাডেমীর তত্ত্বাবধানে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি ৬ বছর ধরে কাজ করার পর হঠাৎ করে বাংলা একাডেমী সাইটেক নামক বিপণন প্রতিষ্ঠানের কী-বোর্ড বিন্যাসকে গ্রহণ করলে দেশের কমপিউটারবিদ ও ব্যবহারকারী মহলে নানা ধরণের প্রতিক্রিয়া ও বিস্ময় সৃষ্টি হয়। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক বলেছেন, ৬ বছর ধরে এই কমিটি কোন কী বোর্ড প্রস্তাব করতে না পারায়, তাদের জন্য আর অপেক্ষা করেননি তাঁরা। কমিটিভুক্ত বিশেষজ্ঞ, ব্যবহারকারী, উদ্ভাবকগণ বলেছেন, কী বোর্ডপ্রশ্নে তাঁরা যখন প্রায় ঐক্যমতে পৌঁছেছেন, ঠিক তখন কমিটিকে কোন সুযোগ না দিয়ে বাংলা একাডেমী-সাইটেক হঠাৎ করে একটা ফন্ট ও কীবোর্ড হাজির করে। সাইটেক বিতর্কের মধ্যে না এগিয়ে ইতিমধ্যে বলেছেন, ঐক্যমতের অভাব দেখা না দিলে তাঁরা তাদের প্রস্তাবিত ও একাডেমী গৃহীত কীবোর্ড নিয়ে আর সম্প্রসারণে যাবেন না। ছয় বৎসরে একটা কীবোর্ড উপহার দিতে না পারার জন্য কে দায়ী, এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে নাটকীয় সব অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ এসেছে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর জাকারিয়া স্বপনের কাছে। তাতে প্রতীয়মান হয়, বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক একটা বিষয় সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে ঐক্যমত গড়তে গিয়ে আমাদের অগ্রসর ও শিক্ষিত মানুষেরাও দারুণভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক অহংবোধ, পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং ক্ষোভজনিত উদাসীনতায় ভোগেন। এতে জাতীয় ও জনস্বার্থের কাজ বছরের পর বছর বিলম্বিত হয়। অন্যদিকে বাংলা একাডেমীর মত প্রতিষ্ঠান, তার মহাপরিচালক ও কর্মকর্তাদের অনেকে বীজ-সার-পাম্প কেনাবেচার প্রতিষ্ঠান বিএডিসি বা অন্যান্য কর্পোরেশনের মত কাজ করে বসেন। লেখকদের রয়্যালটি হতে কমপিউটার কেনার পর্যায় পর্যন্ত অকল্পনীয় অনেক কিছু ঘটছে। জাতীয় জীবনে কমপিউটার চর্চায় প্রায়োগিক ঐক্য গড়ে তোলার ঐতিহাসিক, জরুরী ও বড় মাপের কাজের মধ্যে এরা কেনাকাটার তুচ্ছ ছোট কাজের সংযোগ জড়িয়ে ফেলেন। আবার হরফ বিন্যাস, ফন্ট তৈরী, কীবোর্ডের প্রয়োগকে নিজ নিজ ফন্টের সাথে যুক্ত রাখার জন্য একধরণের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রয়োগ সফল কীবোর্ড ও ফন্ট বাণিজ্যে সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়, আবার বাণিজ্য সফল সাধারণ মানের কাজকে বড় শিরোপা দেওয়া হয়। বণিক বুদ্ধির এইসব প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব-ক্লেশ-সংঘাত কেবল আন্তর্জাতিক সরবরাহকারীদের বিব্রত করছে না, একে অপরকে ডিঙানোর জন্য বাংলা একাডেমীর মত প্রতিষ্ঠানকে করতলগত করার চেষ্টা করছে।বাংলা কী বোর্ডপ্রশ্নে স্বাধীনতার ২০ বৎসর পরেও বাংলাপ্রেমী মানুষ, ফার্ম, প্রতিষ্ঠানগুলি ঐক্যমতে পৌঁছাতে কেন পারলোনা তার মধ্যে নিহিত আছে, এক্ষেত্রের মত অন্যান্য ক্ষেত্রে জাতীয় সমস্যা নিরসনে শিক্ষিত ও অগ্রসর জনঅংশের ব্যর্থতার হেতুটুকুও। নতুন প্রজন্ম তাকে দেখছে খুবই ক্ষোভ ও বেদনার সাথে। জাকারিয়া স্বপনের রিপোর্টে তারই নিটোল উপস্থাপনা।

মাতৃভাষার জন্য যে দেশ ও জাতি রক্ত দিয়েছে, ফেব্রুয়ারী মাস ছাড়া সেদেশে বাংলা নিয়ে কারু কোন মাথা ব্যথা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হয়ে বুঝতে পারছি, ছাত্ররাই সবসময় রক্ত দেয় একারণে যে, তারা ছাড়া ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে জাতির স্বার্থ কেউ বিবেচনা করতে পারে না। ছাত্ররাই কেবল ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে জাতির স্বার্থকে বিবেচনা করতে পারে নিঃসংকোচে। বাকিরা বেশির ভাগই নিজস্ব স্বার্থের জন্য বিকিয়ে দিতে পারেন দেশসহ সবকিছু। মনে হয় ভাষা নিয়ে আরো একটি সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটতে চলেছে।

এবারের সংগ্রামের অবস্থা ও প্রেক্ষাপট অনেকটা ভিন্ন। লক্ষ্য একই মাতৃভাষাকে পৃথিবীতে শক্তিশালী করে প্রকাশ করা। সম্প্রতি কমপিউটারে বাংলা আদর্শ কীবোর্ড নিয়ে এক নোংরা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থাটা তৈরী হয়েছে গত ৬ বছর ধরে। বর্তমানে এটা চরম বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। যে যার খেয়ালখুশী মতো বাংলা ভাষার পিণ্ডি চটকাচ্ছে আবার বাংলা ভাষাকে উদ্ধারও করছে। ব্যবসায়িক স্বার্থকে ধরে রাখতে কেউ কেউ ঐতিহ্যের ধুয়া তুলে নিজেকে জাহির করছে মাতৃভাষার সেবক হিসেবে। আবার কেউবা বাংলা ভাষার নতুন যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছেন বলে দাবী করছেন। সবাই চিৎকার করছেন— ভাষার ও দেশের উন্নতি চান; কিন্তু কাজে কর্মে তার উল্টোটাই প্রকাশ পাচ্ছে। যা হচ্ছে তা দেশ, জাতি, ভবিষ্যত নয়, আত্মোদ্ধার ও অলীক আত্মপ্রচার।

৬ বছরের চাপা নাটকের অপরা শেষ পর্ব ঘটে ৫ই ডিসেম্বর '৯২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক টেলিফোনে জানান, ঐ দিন বিকেলে বাংলা একাডেমীর সেমিনার কক্ষে বাংলা কীবোর্ডের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান রয়েছে। বিকেল চারটায় একাডেমীর সেমিনার কক্ষে গিয়ে দেখি— কোন আলোচনা নয়— একাডেমী তাদের নিজস্ব বাংলা কীবোর্ড ও ফন্ট উন্মোচন করতে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে অনেকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এ. এম. জহির উদ্দিন খান, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শমসের আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ লুৎফর রহমান, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ হারুন-অর-রশীদ। দর্শক গ্যালারীতে ছিলেন ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন, ডঃ মনিরুজ্জামান এবং আরো অনেকে। কিন্তু সভাস্থলে সাইটেক (CITech) কোংএর বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বাংলা একাডেমীর লোকজন ছাড়া অন্য তেমন কেউ ছিলেন না। সংবাদপত্রকে দাওয়াত দেয়া না হলেও টিভি ক্যামেরা ঠিকই উপস্থিত ছিল।

প্রথমেই ডঃ লুৎফর রহমানকে এই নতুন উদ্ভাবিত কীবোর্ডটির কারিগরী দিক সম্পর্কে আলোকপাত করতে বলা হয়। ডঃ রহমানের বক্তৃতা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি নতুন এই কীবোর্ডটির সম্পর্কে আদৌ কিছু জ্ঞাত নন। অর্থাৎ এর কারিগরী দিকগুলো তাকে পূর্বে জানানো হয়নি।

কিন্তু এর একটু আগেই এই কীবোর্ডটির উপর ভূমিকা রাখতে গিয়ে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ হারুন-অর-রশীদ বলেন— দেশে কমপিউটারে বাংলা কোন প্রমিতন (ষ্টান্ডার্ড) কী বোর্ড নেই। তাই তারা সাইটেকের সাথে যৌথভাবে এ কীবোর্ডটি স্থির করেছেন এবং এটাকেই প্রমিত কীবোর্ড হিসেবে প্রস্তাব করা হয়।

ডঃ লুৎফর রহমান তাই তার বক্তব্যে বলেন, এটাকে আদর্শ বলার আগে অবশ্যই এর গুণাগুণ বিচার করা উচিত। এজন্য বুয়েট ও কমপিউটার কাউন্সিলের সাহায্য নেয়া উচিত। ডঃ শমসের আলীও বুঝতে পারেন এটা একটা রীতি ও নীতি বিরুদ্ধ কাজ। একটিমাত্র বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রমিত কীবোর্ড ঘোষণার অধিকার বাংলা একাডেমীর নেই— এটা আঁচ করেই হয়তো তিনি তার বক্তব্যে নতুন কীবোর্ডের প্রসঙ্গ একদম চেপে যান। তিনি কমপিউটারের ডেস্কটপ পাবলিশিং ছাড়াও যে আরোও ৯০ ভাগ ব্যবহার পড়ে রয়েছে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

কমপিউটারে বাংলা কী বোর্ড প্রণয়নের জন্য গঠিত দেশের উচ্চ পর্যায়ের কমিটিতে অনেক সদস্যের মধ্যে বাংলা একাডেমীর সদস্য শুধুমাত্র একজন। কমিটির সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করে একতরফাভাবে সাইটেকের কী বোর্ড ছাপিয়ে দেবার আয়োজন করেছেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক। তার বক্তব্যে তিনি বলেন, যেহেতু গত ৬ বছর ধরে এই কমিটি কোন কী বোর্ড প্রস্তাব করতে পারেনি, তাই তাদের উপর আর অপেক্ষা করা যায় না। প্রযুক্তি তাদের জন্য বসে থাকতে পারে না। "So, we have innovated this keyboard." মন্ত্রী কী বুঝেছেন ও শুনেছেন সেটা তাঁর জানা। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের সাথে সুর মিলিয়ে মন্ত্রী ইংরেজীতে বললেন, আজকের দিনটি স্মরণীয় দিন, কেননা আজকে বাংলা ভাষা আধুনিক প্রযুক্তির দোড়গোড়ায় এসে দাঁড়ালো।

অনুষ্ঠানে ডঃ লুৎফর রহমান ও ডঃ শমসের আলী ছাড়া বাদবাকী সবাই এত বেশী ইংরেজীতে কথা বলেছিলেন ও বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে, পরের দিন দৈনিক পত্রিকাগুলোতে সেটাও খবর হয়ে ওঠে। মনে প্রচণ্ড ইচ্ছে জাগলো, একাডেমীর মহাপরিচালককে জিজ্ঞেস করি— বাংলা কীবোর্ড বাস্তবায়ন কমিটি, কমপিউটার কাউন্সিল ইত্যাদিকে পাশ কাটিয়ে তারা একটি প্রযুক্তিপণ্য বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কীবোর্ডকে প্রমিত কীবোর্ড হিসেবে ঘোষণা করলেন কেন ? কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে তিনি তখন এক উল্লাসমুখর অবস্থায় বিরাজমান। ডঃ লুৎফর রহমানকে জিজ্ঞেস করলাম। নিরীহ ভঙ্গিতে কেবল বললেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

পরের দিন ৬ই ডিসেম্বর '৯২ পত্রিকায় সাইটেক কোং তাদের উদ্ভাবিত আদর্শ কীবোর্ডের বিশাল বিজ্ঞাপন ছাপে। এটার কপিরাইট উন্মুক্ত রাখা হয়। বলা হয়, যে কেউ এটা ব্যবহার করতে পারবে। পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে বাংলাদেশ কমপিউটার পরিষদের সভাপতি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেন। একই সময়ে কমপিউটারে সবচে জনপ্রিয় বাংলা কীবোর্ড উদ্ভাবক মোস্তফা জব্বারও প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেন। তিনি দাবী করেন, তার উদ্ভাবিত 'বিজয়' বাংলা কীবোর্ড সাইটেক কোং নকইভাগ নকল করেছে এবং যেহেতু 'বিজয়' কপিরাইট আওতাভুক্ত, তাই কপিরাইট আইন ভঙ্গের অভিযোগে তিনি আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছেন। সাইটেক এরিমধ্যে তার কাছ থেকে উকিল নোটিশও পেয়ে গেছে।

আমরা পাঠকদের সুবিধার্থে, প্রেস বিজ্ঞপ্তিগুলো এখানে ছাপালাম। এদিকে অনেকের পাশাপাশি তারুণ্যের সংগঠন 'জাতীয় প্রযুক্তি বিকাশ পরিষদ' এর প্রতিবাদে ও আদর্শ কীবোর্ডের দাবীতে ব্যাপক প্রচার চালায়। তাতে ছাত্র ও শিক্ষিত মহলে বেশ ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে।

বাংলা একাডেমী ও সাইটেকের বন্ধন

বাংলা একাডেমী ও সাইটেকের বন্ধন সম্পর্কে নানা অভিযোগ শোনা যেতে শুরু করে। তার একটি হলো, বাংলা একাডেমীর সাথে সাইটেকের সখ্যতা ঘটেছে কমপিউটার কেনার ভেতর দিয়ে। বাংলা একাডেমী তার নিজস্ব কমপিউটার সিস্টেম বসানোর লক্ষ্যে কমপিউটার কেনার বিজ্ঞাপন দেয়। এ্যাল মেকিন্টোশ কমপিউটারে ডেস্কটপ পাবলিশিং করার লক্ষ্যে তাদের কমপিউটার কেনার এ উদ্যোগ। আনন্দপত্র ও ন্যাশনাল কমপিউটার কোটেশন জমা দিয়ে ন্যাশনাল কমপিউটার সর্বনিম্ন মূল্যের (প্রতি সেট ৮০,০০০/= টাকা) ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়। কিন্তু বাংলা একাডেমী কাউকে না জানিয়ে অনেকদিন পর সাইটেক থেকে প্রতিসেট ৬০,০০০/= টাকা দরে বেশ কয়েকটি কমপিউটার ও প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ ক্রয় করে। কোন রকম নতুন কোটেশন ছাড়াই সরকারী প্রতিষ্ঠান কিভাবে এতটাকার মালামাল ক্রয় করে তা নিয়ে কমপিউটার ভেণ্ডারদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়।

এখানে উল্লেখ্য, বাংলা একাডেমী যে মুহূর্তে সাইটেকের কাছ থেকে কমপিউটার ক্রয় করে, তখন বিশ্ববাজারে এবং বাংলাদেশেও কমপিউটারের মূল্য অভাবিতভাবে কমে যায়। এমন কি খোদ ঢাকায় অনেকেই ৫৫,০০০/= টাকার অনেক কম দামে একই কমপিউটার সরবরাহ করতে পারতো।

বাংলা একাডেমী ও দেশবাংলা

'দেশ বাংলা'র কর্ণধার ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী। তিনি 'দেশবাংলা' নামে একটি বাংলা ইলেকট্রনিক টাইপ রাইটার বাজারজাত করেন, যার কী বোর্ডের লে আউট প্রায় হুবহু ভারতে ব্যবহৃত একটি বাংলা টাইপ রাইটারের লে-আউটের অনুরূপ বলে জানিয়েছেন মিঃ এস. আর. সেন গুপ্ত। ইটার্ন টাইপ রাইটার কোম্পানির মালিক। সরকার একবার ৪০০ ইলেকট্রনিক টাইপ রাইটার কেনার কথা ভাবে। তখন কথা উঠে যে— প্রায় একই দামে যেহেতু কমপিউটার পাওয়া যাচ্ছে, তাই টাইপ রাইটার কেনা কেন ? উপরের স্তরে অনেক দৌড়ঝাপ এবং বাংলা একাডেমীকে ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মন্ত্র বলে 'দেশবাংলা' কীবোর্ডটিকে টাইপ রাইটারের জন্য আদর্শ হিসেবে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। 'বাংলা কী বোর্ড বাস্তবায়ন কমিটি' এটা প্রথমে মেনে নিতে চাননি, কারণ, তারা কমপিউটার ও ইলেকট্রনিক টাইপ রাইটারের একই কীবোর্ড লেআউট রাখতে চেয়েছিলেন। তদ্বির ও চাপের দৌরাত্ম্যে তা আর হয়ে উঠে না। 'দেশ বাংলা' বিক্রীর সরকারী ফরমায়েশ পাশ হয় বাংলা একাডেমীর কারণেই। এ নিয়ে বাজারে এখনও ক্ষোভ উত্তেজনার অভাব নেই।

বাংলা একাডেমীর নতুন খেয়াল

কমপিউটার কেনার মধ্য দিয়ে সাইটেকের সাথে বাংলা একাডেমীর মধ্যে কথিত যে সখ্যতা গড়ে উঠে তার পরিণতি ঘটে কমপিউটারে নতুন বাংলা কীবোর্ড চালুর মধ্য দিয়ে। বিশ্বের কোথাও ইলেকট্রনিক টাইপ রাইটার ও কমপিউটারের কীবোর্ড ভিন্ন নয়। যুক্তিযুক্ত কারণেই তা হওয়া উচিত নয়। বাংলা একাডেমী আদর্শ করেছেন দু'টি কীবোর্ডকে। এ মূঢ়তার ব্যাখ্যা কি ?

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের বক্তব্য

কমপিউটারে বাংলা কী বোর্ড প্রণয়নের সপ্তাহ দেড়েক পরে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডঃ হারুণ-অর-রশীদ মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এতদিন বাংলা ভাষা বেশ কিছু কমপিউটার ব্যবসায়ীর জন্যে প্রসার লাভ করতে পারেনি। কারণ এতদিন বাংলা সফটওয়্যার বা ফন্ট টাকা দিয়ে কিনতে হতো। আমি সেটা ভেঙ্গে দিলাম। একাডেমী কীবোর্ড ও ফন্ট বিনামূল্যে আগ্রহী সবাইকে সরবরাহ করা হবে। এতদিন কমপিউটারে ৭১টির বেশী যুক্তাক্ষর সম্ভব ছিলো না। এখন আর যুক্তাক্ষরের সমস্যা নাই।

সাইটেকের কাছ থেকে কেন কীবোর্ড ডিজাইন করা হলো। এ প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, সাইটেক বিনামূল্যে এ কীবোর্ডটি বাংলা একাডেমীকে তৈরী করে দিয়েছে। অন্য কেউ তা দিত না। অন্য কেউ সাহায্য করতো না, এটা তিনি নিশ্চিত হলেন কিভাবে, তা জানতে চাইলে— তিনি প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং টেবিল চাপড়িয়ে বলতে থাকেন, এদেশে মানুষ ডেকে ঘোষণা করে কিছু করতে গেলে, কিছু হয় না। ৬ বছর ধরে বাংলা কী বোর্ড কমিটি কি করেছে ? আমরা আর কতদিন তাদের জন্য অপেক্ষা করবো ? তাদের জন্য কি বাংলা ভাষার চর্চা পিছিয়ে থাকবে ?

টাইপ রাইটার ও কমপিউটারে দু'টি ভিন্ন কী বোর্ড কেন তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ফেরদৌস কোরেশী এটা পরিশ্রম করে তৈরী করেছেন, তার মেধার স্বীকৃতি দেয়া আমাদের দায়িত্ব ছিল।

মহাপরিচালক হারুণ-অর-রশীদ দাবী করেন, এখানে অনেকের ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত রয়েছে,কিন্তু আমার কোন স্বার্থ নেই। আমি চুপচাপ কাজ করে যেতে চাই। মানুষ আমাদের যাই বলুক, আমি থেমে থাকবো না।

বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশিষ্ট কমপিউটার বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেননি কেন— তার উত্তর তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন, কীবোর্ড কমিটি তাদের সাহায্য নিচ্ছে। ওভাবেকিছু হয়নি।

একাডেমী কীবোর্ডের জন্মকথা

বাংলা একাডেমী সাইটেকের কাছ থেকে কমপিউটার ক্রয় করার পর 'আনন্দপত্রে'র মোস্তফা জব্বার বাংলা একাডেমীকে জানিয়ে দেয় যে— একাডেমী তার প্রণীত 'বিজয়' কীবোর্ড ব্যবহার করতে পারবে না। এতে একাডেমীর মহাপরিচালক ক্ষুব্ধ হন। এদিকে সাইফুল্লাহ শহীদ, যিনি অনেক দিন যাবৎ বাংলার উপর কাজ করছেন, তার কীবোর্ডও নতুন মেশিনে বাংলা একাডেমী ব্যবহার করতে পারছে না। ব্যবসায়িক জালে ধরা পড়ে একাডেমী নতুন পথ খুঁজে বের করে— যার নাম একাডেমী কীবোর্ড। বাজারে কপিরাইট যুক্ত কীবোর্ড ও ফন্টের ব্যবসা বন্ধ করার প্রয়াসে এটার জন্ম।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও দেশবাংলা প্রমিতকরণের আরেক কেচ্ছা

'কী বোর্ড বাস্তবায়ন কমিটি'র শেষের কয়েকটা মিটিং-এ দেশবাংলার মালিক নতুন কমিটি মেম্বার নিযুক্ত হয়ে মিটিং-এ ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্য ইলেকট্রনিক টাইপরাইটারের আলাদা কীবোর্ড দাবী করেন এবং এটা নিয়ে বাকবিতণ্ডাও হয়। কীবোর্ড কমিটির সভাপতি হলেন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শেষের দিকে একটি মিটিং-এ উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে তখনকার তড়িৎ কৌশল অনুষদের ডীন এবং বর্তমানে কমপিউটার সেন্টারের পরিচালক প্রফেসর মুজিবুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। ব্যাপারটি নিয়ে ঐদিনও হৈচৈ শুরু হলে, মুজিবুর রহমান এই বলে আলোচনা থামিয়ে দেন যে, এটা তাদের 'টার্মস অব রেফারেন্স' এর আওতাভুক্ত নয়। তাই টাইপরাইটার নিয়ে আলোচনা হতে পারে না।

পরে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের এক মিটিং-এ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে দেশবাংলার টাইপরাইটারটিকে আদর্শ করা হয়। শর্ত থাকে বাংলা একাডেমী এই মেশিনটির জন্যে কিছু রয়েলটি পাবে। ঐ মিটিং-এ বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন আজহারুল হক। তিনি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে বলেন যে, একই দামে যেহেতু আমরা কমপিউটার পাচ্ছি, তাহলে টাইপরাইটারের পরিবর্তে কমপিউটারই কেনা উচিত, কেননা, কমপিউটারের মাধ্যমে টাইপরাইটারের সকল সুবিধা ছাড়াও অতিরিক্ত আরো অনেক কাজ, অর্থাৎ কমপিউটারের যাবতীয় সুবিধাই পাওয়া যাবে। এই যুক্তির উত্তরে সচিব ধমক দিয়ে বলেন, এসব বাজে কথা বলবেন না; বাংলাদেশের মতো জায়গায় কমপিউটার আসতে এখনও অনেক দেরী, তাছাড়া অনেক কষ্টে এটা তৈরী হয়েছে। তাই এটাকেই আমাদের দেশে প্রমোট করা উচিত। এটা না করলে দেশে নতুন কিছু তৈরী হবে না।

তখন আজহারুল হক সাহেব যুক্তি দেখান যে, কারো কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ অন্য কিছু দেয়া যেতে পারে, তাই বলে ব্যবসায়িক সুবিধা প্রদান করা যায় না। তাছাড়া এর সাথে দেশের স্বার্থ সরাসরি জড়িত। এর উত্তরে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের জনৈক মহিলা সচিব প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তিরস্কার করে বলেন, 'আপনার বদলে আপনার ইডির (ED-Executive Director, Computer Council) আসা উচিত ছিল।'

সরকারী টাকার হরির লুট

বাংলা একাডেমী একটি উপকমিটি তৈরী করে দেয়, যার কাজ ছিল বাংলা কীবোর্ড লে-আউট ডিজাইন করে দেয়া। এ উদ্দেশ্যে একটি বোর্ড গঠন করা হয়। যারা বিভিন্ন দেশ ঘুরে কীবোর্ডের অঙ্গবিন্যাস যাচাই করেন। ঐ বোর্ডটি এ উদ্দেশ্যে প্রায় ২৫ লক্ষাধিক টাকা খরচ করে। পরিশেষে তারা যে রিপোর্ট তৈরী করেন, তা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি বা কোন কাজে লাগেনি। এ বোর্ডের দু'জন বিশিষ্ট সদস্য হলেন বাংলাদেশ

টেলিভিশনের জামিল রেজা চৌধুরী এবং বাংলা একাডেমীর বশির আল হেলাল। কমপিউটার সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের পরিধি প্রশ্ন করার মত। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে টাকা খরচের কি আর পথ নেই ? কমিটির সেই রিপোর্টও কেন প্রকাশ করা হলো না ?

অপরদিকে কমপিউটার কাউন্সিলের বার্ষিক খরচ প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। কাউন্সিল বিশাল দু'টি বাড়ীর ভাড়া দিয়ে থাকে প্রতিমাসে প্রায় ৪০ হাজার টাকা অর্থাৎ বছরে ৪০,০০০ × ১২ = ৪,৮০,০০০/= টাকা। জনগণের টাকায় এই সুন্দর সজ্জিত অফিস, গাড়ীর বিনিময়ে কি এদেশের জনগণ একটি বাংলা আদর্শ কীবোর্ড এতদিনে আশা করতে পারে না ?

হরির লুট হয়তো দেশের সর্বত্রই হচ্ছে, কিন্তু যারা প্রতিনিয়ত দেশ, জাতি ও ঐতিহ্যের কথা বলেন, তারা কেন এগুলোর প্রতিবাদ করেন না।

বাংলা কী বোর্ড বাস্তবায়ন কমিটি

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে সভাপতি করে এবং বাংলা কীবোর্ড ও ফন্টের উপর যারা কাজ করেছেন তাদের সমন্বয়ে বাংলা কী বোর্ড বাস্তবায়ন কমিটি নামের একটি উচ্চ পদস্থ কমিটিকে কমপিউটারে বাংলা কীবোর্ড তৈরীর যাবতীয় কাজ অর্পণ করা হয়। কমিটির সচিব ছিলেন বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের জনাব আজহারুল হক। বুয়েটের কমপিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল বিভাগের প্রধান ডঃ মাহবুবকে এ ব্যাপারে যাবতীয় কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়।

দীর্ঘ ৬ বছরেও কেন বাংলা কীবোর্ড আমরা পাইনি, কারা এরজন্যে দায়ী সেটা আমাদের তলিয়ে দেখার সময় এসেছে। জানা যায় কীবোর্ড প্রণয়নে সবচে বড় বাঁধা ছিল বাজারে বিদ্যমান বিভিন্ন কীবোর্ড সিস্টেমের স্বত্বাধীকারীগণ। উনারা আবার বাংলা কী বোর্ড বাস্তবায়ন কমিটিরও সদস্য। সম্মানিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নিকট হতে জাতি জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কাজ আশা করলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তারা কিভাবে ব্যক্তিস্বার্থের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা উপস্থাপন করা হল।

মোস্তফা জব্বার

অনেকের মতে, কী বোর্ড প্রণয়নে সবচে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আনন্দপত্রের মোস্তফা জব্বার। তিনি 'বিজয়' কীবোর্ডের উদ্ভাবক। এই বোর্ডটি বর্তমানে বাজারে সবচে বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে এবং জনপ্রিয়। মূলতঃ আমাদের দেশে বাংলা বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে এ্যাপল মেকিন্টোশে ডেস্কটপ পাবলিশিং-এর কাজে। কিন্তু কমপিউটারের মোট কাজের মাত্র ৫ ভাগ হলো ডেস্কটপ পাবলিশিং বা ডিটিপি। ডিটিপি ছাড়াও ডাটা বেজ মেনেজমেন্ট, কমিউনিকেশন, সর্টিং, সার্চিং ইত্যাদি

সফটওয়্যার কপিরাইট, সাইটেক ও বাংলা একাডেমীর বাংলা কী বোর্ড এবং তাদের নকল ও প্রতারণা

গত ৫ই ডিসেম্বর বাংলা একাডেমী আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একাডেমী বাংলা কী বোর্ড নামে কমপিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য একটি কী বোর্ড এবং তার সাথে সংযুক্ত ফন্ট ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলা একাডেমী এবং ২২, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০ ঠিকানার সাইটেক নামক একটি কোম্পানি যৌথভাবে এই কী বোর্ড প্রণয়ন করেছে। আমার জানা মতে সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ এবং বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি আমাদের দেশে কমপিউটারে বাংলা ভাষায় ব্যবহার করার জন্য একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড কী বোর্ড প্রণয়নের কাজ করছে। আমি নিজেও এই কমিটির সাথে জড়িত। বাংলা একাডেমীসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই এই কমিটিতে রয়েছেন। এই কমিটি একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড কী বোর্ড-এর ব্যাপারেও একমত হয়েছিলো। কিন্তু বাংলা একাডেমীর সহযোগী দেশবাংলা নামক একটি প্রতিষ্ঠানের আপত্তিতে উক্ত কী বোর্ডটি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। রহস্যজনক কারণে বাংলা একাডেমী এই কমিটি বা সংশ্লিষ্ট কাউকে না জানিয়েই দেশবাংলার কী বোর্ডটিকে ইলেকট্রনিক কী বোর্ড হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দেয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, আবার একইভাবে কাউকে না জানিয়ে বাংলা একাডেমী গোপনে একটি কমপিউটার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কী বোর্ডকে অনুমোদনের ছাপ দিয়ে দেয়। একাডেমীর উভয় কী বোর্ড-এর মাঝে কোন মিল নেই। প্রযুক্তিগত দিক থেকেও দুয়ের মাঝে অনেক ফারাক।

কমপিউটারে বাংলা কী বোর্ড প্রনয়ণ সম্পর্কে বাংলা একাডেমীর একচেটিয়া কোন এখতিয়ার নেই। যদি কোন প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে সমন্বয়ের একক ভূমিকা পালন করে তবে তা বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলেরই হওয়া উচিৎ। বাংলা একাডেমী বা কোন একটি কমপিউটার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান এর তৈরী করা কী বোর্ড আমাদের জাতীয় ষ্টাণ্ডার্ড হতে পারেনা। এর একটি কারণ হলো এই যে, এই কী বোর্ড-এর ক্ষেত্রে কোন প্রতিযোগিতা, মান যাচাই, দরপত্র আহ্বান ইত্যাদি করা হয়নি। ইতিপূর্বে বাংলা একাডেমী দরপত্র আহবান ছাড়াই কমপিউটার সামগ্রী ক্রয় করেছে। সাইটেক কোম্পানি থেকে একাডেমী বিপুল পরিমাণ কমপিউটার সামগ্রী কিনেছে কোন প্রতিযোগিতা ছাড়া। একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে এমন পৃষ্ঠপোষকতা কেন করছে তা আমরা জানি না। বিষয়টি রহস্যজনক মনে হচ্ছে। তবুও তারা নিজেদের জন্য যা খুশী করতে পারেন। এ বিষয়ে যদি একাডেমীর আইন কানুনে যথাযথ বিধান থেকে থাকে তবে কার বা কি বলার থাকবে। একাডেমীর কাছে যারা এসবের কারণ জানতে পারেন তারাই হয়তো এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু জাতির জন্য কী বোর্ড প্রনয়ণের ক্ষেত্রে তারা একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানকে কেন মাথায় তুলে নিলেন সে প্রশ্ন আমরা করতে পারি।

আমার জন্য একাডেমীর এই কর্মকাণ্ডটিতে সবচেয়ে দুঃখজনক দিক হলো যে, একাডেমী প্রণীত কী বোর্ডটি আমার প্রণীত বিজয় কী বোর্ড-এর নকল। আমি এতদসঙ্গে আমার কী বোর্ড এবং একাডেমী প্রণীত কী বোর্ড এর নমুনা পেশ করছি। আপনি একটু মনযোগ দিয়ে দেখলেই লক্ষ্য করবেন যে, ইংরেজী ৫২টি বর্ণ টাইপ করার যে ২৬টি বোতাম রয়েছে তার ২১টি হুবহু আমার বিজয় কী বোর্ড-এর নকল। বোতামগুলো হলো, W R T Y U I O P L J H G F D S A V B N M/ এছাড়া ঐ বোতাম দু'টিতে কেবলমাত্র পারস্পরিক পরিবর্তন করা হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি বোতামে একটি করে বর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার বিজয় কী বোর্ড এর মতোই G বোতামটিকেই লিঙ্ক বোতাম এবং কমাণ্ড অপশন B কেই ভাষান্তর কমাণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমার বিজয় কী বোর্ড এর যুক্তাক্ষর তৈরীর প্রণালীটি হুবহু নকল করে ইন্টারফেস তৈরী করা হয়েছে। আমি এখনো তাদের সফটওয়্যারটি দেখিনি। আমি জানিনা সেখানে আরো কতো কি নকল করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমার বিজয় কী বোর্ড এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় কপিরাইট আইনের আওতায় নিবন্ধনের কাছে নিবন্ধনকৃত। নিবন্ধন নং কপার ৩৫৭৫। এর পেটেন্ট আবেদনের চূড়ান্ত নমুনা দাখিল সমাপ্ত হয়েছে। পেটেন্ট আবেদন নং ১৪১/৯২।

আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে আরো জানাচ্ছি যে, তথাকথিত একাডেমী কী বোর্ড-এর প্রণেতাদেরকে গত ১৩ ডিসেম্বর ৯২ এ ব্যাপারে লিগ্যাল নোটিশ দেয়া হয়েছে। নোটিশ প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে তারা যদি তাদের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত না হয় তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবো।

মোস্তাফা জব্বার
আনন্দ কম্পিউটার্স

বাংলা একাডেমী কর্তৃক কমপিউটারে বাংলা কী বোর্ড ঘোষণা করা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি জনাব সাজ্জাদ হোসেন ও সাধারণ সমপাদক জনাব মইন খানের বিবৃতি

সম্প্রতি সংবাদপত্রে কমপিউটারে বাংলা কী বোর্ড সম্পর্কে প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে যে, বাংলা একাডেমী একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে কমপিউটারের জন্য একটি বাংলা কী বোর্ড প্রণয়ন করেছে। দেশের বিকাশমান কমপিউটার শিল্পে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা সুবিধাজনকভাবে ব্যবহারের জন্য একটি ষ্টাণ্ডার্ড কী বোর্ড-এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সরকার গঠিত একটি জাতীয় কমিটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে এ ব্যাপারে কয়েক বছর ধরে কাজ করছে। এই কমিটিতে বাংলা একাডেমী সহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলেরই প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড কী বোর্ড এর ব্যাপারে একমতও হয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলা একাডেমী এককভাবে একটি মাত্র বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি কী বোর্ড-এর ঘোষণা দেয়ায় পরিস্থিতি আরো জটিল ও বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠেছে। বাংলা একাডেমী কী বোর্ড সম্পর্কিত জাতীয় কমিটিতে থেকেও কেন এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণ করলো, যখন কী বোর্ড-এর একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রায় নিশ্চিত হয়ে এসেছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

আমরা মনে করি, জাতীয় কমিটির মাধ্যমে প্রণীত ষ্ট্যাণ্ডার্ড কী বোর্ড এর জন্য বাংলা একাডেমীর অপেক্ষা করা উচিৎ। তাদের কোন বক্তব্য থাকলে তা ঐ কমিটিতেই পেশ করা উচিৎ। কোন মানদণ্ড নির্ধারণ ছাড়া কোন একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে একটি কী বোর্ডকে অনুমোদন দেয়া উচিৎ নয় বলে আমরা মনে করছি।

একাডেমী কমপিউটারে বাংলা কী বোর্ড-এর অনুমোদন দিতে চাইলে তা এই শিল্পের সকলের মতামত নিয়েই করা উচিৎ। তাছাড়া এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের ভূমিকাকেও পাশ কাটিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়।

আমরা আশা করি একাডেমী কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এই বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

সাজ্জাদ হোসেন
সভাপতি

কাজে বাংলা ব্যবহার করতে হবে। মোস্তফা জব্বার এ ব্যাপারটি কিছুতেই সহজভাবে মেনে নিতে চাইতেন না।

যে কারণে অনেক যুক্তাক্ষরকে ভেঙ্গে লিখতে চাইলে, তিনি তার ঘোর বিরোধীতা করতেন, এমনকি মাঝে মাঝে বেশ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বসতেন মিটিং-এর ডেকোরাম নষ্ট করে। তিনি বলতেন, যেহেতু এ্যাপল কমপিউটারে যুক্তাক্ষর লিখা কোনও সমস্যা নয়, তাই আমরা যুক্তাক্ষর ভেঙ্গে লিখার পক্ষপাতি নই। আইবিএম কমপিউটারে যুক্তাক্ষর লিখা না গেলে, সেটা কমপিউটারের দোষ। তিনি কোডিং-এর জটিল ব্যাপারটি কিছুতেই বুঝতে চাইতেন না। কিংবা বুঝলেও নিজের ব্যবসার আধিপত্যের কথা ভেবে মেনে নিতেন না। এই প্রতিবেদকের কাছে প্রায় সবাই অভিযোগ করেছেন মোস্তফা জব্বারের মোটা গলার বক্তৃতার কাছে ডঃ মাহবুবুর রহমান পেরে উঠতেন না। তিনি (জব্বার) প্রায়শই '৫২-এর শহীদদের উদাহরণ টেনে বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন।

'বিজয়' বাজারে ৯,৯৯৯/= টাকায় বিক্রী করা হয়। নতুন একটা ভিন্ন কীবোর্ড আদর্শ হলে, তার এই একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। একই সাথে তার সিস্টেমে পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এ কারণে মোস্তফা জব্বার তার কী বোর্ড লেআউটটিকে আদর্শ করার প্রয়াস চালান। শোনা গেছে মোস্তফা জব্বার ও ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর মধ্যে প্রায়শই রীতিমত ঝগড়া লেগে যেতো। মোস্তফা জব্বার বলতেন, দেশবাংলাকে আদর্শ করা হলে, সেটা আমি কিছুতেই মানবো না।

ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী দেশ, জাতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেক উচ্চ মানের প্রবন্ধ লিখেন। ব্যবসায়িক স্বার্থে তিনিও তার 'দেশ বাংলা' ইলেকট্রনিক টাইপ রাইটারের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে তার কীবোর্ড লেআউট আদর্শ করার জন্য মৌখিক চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। অথচ পৃথিবী থেকে এখন টাইপ রাইটার উঠে যাচ্ছে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, বাংলা কোডিং হবে ৯৬টি কোড দিয়ে, যা শুরু হবে ১২৮ নং কোড থেকে। তার এই দাবীর কারণ, তার টাইপ রাইটারে এটা ব্যবহার করা হয়। স্টো টাইপ রাইটারের সীমাবদ্ধতা। কমপিউটারে সুবিধাই বেশী। কিন্তু প্রতাপশালী এ মহলের হৈচৈ-এর প্রেক্ষিতে উক্ত কমিটি টাইপরাইটারের সীমাবদ্ধতাগুলো অযৌক্তিকভাবে কমপিউটারের কী বোর্ডে ঢুকিয়ে দেন। এটা নেহায়তই করা হয়েছে মাত্র একজনকে খুশী করার জন্য। কিন্তু তাঁকে খুশী করতে গিয়ে আমরা কমপিউটারের অনেক সুবিধাকেই খাটো করে ফেলেছি।

পুরো কমিটি যখন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে কী বোর্ড প্রণয়নে, শেষ মুহূর্তে দেশবাংলা এর ঘোর বিরোধিতা করে কমিটি থেকে দূরে সরে যায়। এবং তারপর আর মিটিং হয়নি। অনুমেয় তিনি সরে না গেলে চূড়ান্ত রিপোর্টটি এতদিনে আমরা পেয়ে যেতাম।

সমুদ্র হক

ডঃ মাহবুব ১২৮ নং কোড থেকে বাংলা কোডিং করতে চাননি। কিন্তু কোরেশী ও সমুদ্র হকের জোরের কাছে সবাই ওটাই মেনে নিয়েছেন। বিদেশ প্রত্যাগত হক অন্যের স্বার্থ রক্ষার্থে অথবা না বুঝেই এ ব্যাপারটি নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। এসব ক্ষেত্রে ধামখেয়ালী ছিল প্রবল। কী বোর্ড 'লে-আউট' তৈরীর জন্য একটি উপকমিটি গঠনে সমুদ্র হক বাংলা ওয়ার্ড প্রসেসর 'বর্ণ-এর উদ্ভাবক 'অরুক' ও 'সোহেল'র নাম প্রস্তাব করেন। সোহেল তৎক্ষনাত উঠে প্রতিবাদ করে বলেন, আমরা কখনও লে-আউটের উপর কাজ করিনি। আমরা ফ্রিকোয়েন্সির কিছুই জানিনা। তাই আমরা (অরুক ও সোহেল) এই উপকমিটিতে থাকতে চাই না। সোহেলকে সমুদ্র হক বসিয়ে দিয়ে বলে উঠেন, আরে, তাতে কি হয়েছে।

সাইফুদ্দুহা শহীদ

মোঃ সাইফুদ্দোহা শহীদকে কমপিউটারে বাংলা প্রণয়নের মাইলফলক হিসেবে ধরা হয়। তাঁর শহীদ লিপিও বাজারে বেশ প্রচলিত। যারা ন্যাশনাল কমপিউটার থেকে কমপিউটার কেনেন, কেবল তারাই 'শহীদ লিপি' ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে কেন। তিনি বরাবরই চুপচাপ ছিলেন। তার ধারণা হলো— যেটাকেই আদর্শ করা হোক না কেন, যেটা ভালো— মানুষ সেটাই ব্যবহার করবে। তাই তিনি নিজস্ব ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য নিজস্ব কীবোর্ড জোর করে চাপিয়ে দেবার পক্ষপাতি ছিলেন না। মূলতঃ একারণেই তার কীবোর্ড বাজারে কোণঠাসা হয়ে আছে।

শামসুল হক চৌধুরী

তিনি নিজ কোম্পানি 'আবহ' কর্তৃক প্রণীত কীবোর্ডটি আদর্শ করার চেষ্টা চালালেও পরবর্তীতে তিনি যথেষ্ট নমনীয় হয়ে উঠেন। তার 'আবহ বাংলা'-এর সুবিধানুযায়ী প্রস্তাব ছিল, বাংলার জন্য কোড থাকবে ৯৪টি যা শুরু হবে ১২৮ নাম্বার থেকে ওদিকে কোরেশী চান ৯৬টি কোড। দু'জনেই দু'জনের ব্যবসায়িক স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত। অবশেষে শামসুল হক ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে প্রস্তাব করেন— কমিটি যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাতে যদি আমার সমস্ত কীবোর্ড পরিবর্তনও করতে হয়, তবুও তা আমি মেনে নেবো।

ডঃ মাহবুবুর রহমান

নিতান্তই নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। দেশে তার মতো কমপিউটার বিশেষজ্ঞ পাওয়া ভার। দুঃখজনক হলেও সত্যি, তিনি বিভিন্ন চাপে পড়ে এখন অস্ট্রেলিয়াতে আছেন। কী-বোর্ড কমিটিতে সবচে বিপদে ছিলেন তিনি। সবাইকে খুশী করা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। তার ডিজাইন কাজে সবচে বেশী সহযোগিতা করেছে অরুক ও সোহেল। সবাইকে খুশী রেখে কীবোর্ড ডিজাইন করতে গিয়ে প্রায়শই ঠিকমতো কাজ করতে পারতেন না। একদিন কাজ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, এখানকার কমপিউটার ভেণ্ডাররা দু'একজন ছাড়া প্রায় সবাই এমন মানসিকতার যে, তারা দেশ ও জাতির জন্য এক তিল ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়তে রাজি নন। এমন পরিবেশে তোমরা কিভাবে কাজ করবে ? দেখবে, এটা নিয়ে কথা বলতে গেলে, অনেকে তোমার শত্রু হয়ে যাবে।

কোথায় আটকে আছে

সর্বশেষ মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডঃ মাহবুবের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করার কথা এবং অস্ট্রেলিয়া চলে যাবার আগে তিনি তা সম্পন্ন করে গেছেন। এই রিপোর্টটি আমাদের সংগ্রহেও রয়েছে। ওদিকে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে কমিটির সচিব আজহারুল হক সাহেবের চাকুরি চলে যায়। ফলে এই কমিটির আর কোনও মিটিং এখন পর্যন্ত হয়নি।

এদিকে বুয়েটের উপাচার্য ও বিসিসির নতুন ডিরেক্টরের সাথে যোগাযোগ করা হলে, তারা জানান, তারা কেউ ডঃ মাহবুবের চূড়ান্ত রিপোর্টটি এখনও (২৯.১২.৯২) পাননি।

সোহেলের অভিজ্ঞতা

'বর্ণ'-এর নির্মাতা সোহেল অংশ গ্রহণ করেন কয়েকটি মিটিং-এ। মূলতঃ অংক ও সোহেলই সর্বক্ষণ সাহায্য করেছেন ডঃ মাহবুবকে। কমপিউটার জগৎ-এর সাথে এক অন্তরঙ্গ আলোচনায় সোহেল জানান, নিয়ম মাফিক মিটিং হয়নি কখনও। শৃংখলার চেয়ে হৈচৈই হয়েছে বেশী। যার গলা সবচে মোটা সেই সুবিধা পেয়েছে বেশী। আমি অনেক যুক্তিযুক্ত কথা অনেক বার বলতে চেয়েছি। কিন্তু কখনও সুযোগই পাইনি। একদিন অনেক কষ্টে চিৎকার করে হাত তুলে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে ২৫৬টি কোড ব্যবহার ও বাংলা অভিধানের জটিলতা সম্পর্কে কিছুটা বলতে না বলতেই সিনিয়র স্তরের লোকজন প্রসঙ্গ পাল্টে অন্যদিকে চলে যান। আসলে বয়স অল্প বলে আমার সুচিন্তিত মতামত কেউ শুনতেই চাইতো না। সেদিন আমি চিৎকার করাতে মোস্তফা জব্বার আমাকে জিজ্ঞেস করেন ১২৮ থেকে কোড ব্যবহার করলে আমার সিস্টেমে (বর্ণে) কোন পরিবর্তন ঘটাতে হবে কিনা। উত্তরে আমি 'না' বলায় উনি আমাকে বলে উঠেন 'তাহলে তুমি চিৎকার করছো কেন? আসলে ওখানে প্রায় সবাই দেশের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন বেশী।

সোহেল বলেন, কমিটি যে কীবোর্ডটি চূড়ান্ত করেছে তা অবিলম্বে আদর্শ করে কাজ শুরু করা হোক। পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে তার সংশোধন করা যেতে পারে। কমপিউটারে মডিফিকেশন খুবই সহজ।

উপাচার্য ডঃ শাহজাহানের বক্তব্য

বুয়েটের উপাচার্য ডঃ শাহজাহান বাংলা একাডেমীর কীবোর্ড সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না বলে জানান। পুরো ব্যাপারটি জেনে পরবর্তীতে তিনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন বলে জানিয়েছেন। বিসিসিকে তিনি সব কিছু জানাতে বলেছেন, কিন্তু বিসিসি তখন পর্যন্ত তাকে কিছু জানায়নি। তবে কমিটিকে পাশ কাটিয়ে বাংলা একাডেমীর কী বোর্ড ঘোষণায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিসিসির বক্তব্য

বাংলা একাডেমী কী বোর্ড প্রণয়ন এবং জাতীয় কী বোর্ড বাস্তবায়ন কমিটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিসিসির পরিচালক এম. ইদ্রীস আলী জানান যে, বাংলা একাডেমীকে তিনি শো কজ করেছেন কেন বাংলা একাডেমী দেশবাংলা ও সাইটেকের সাথে নিজেদেরকে জড়িয়েছে। তিনি আরও জানান, ডঃ মাহবুব বাংলা কীবোর্ডের যে কাগজ পত্র রেখে গেছেন তার মধ্যে বেশ কিছু কাগজপত্র ও ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেহেতু ইদ্রীস সাহেব নতুন জয়েন করেছেন, তাই সবকিছু গুছিয়ে উঠতে তার একটু সময় লাগবে বলে জানান হয়। তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, বর্তমানে সৃষ্ট অস্থিরতা দূর করতে অদূর ভবিষ্যতেই তিনি কমিটির মিটিং ডেকে এর ব্যবস্থা নেবেন।

অংকের অভিজ্ঞতা

বর্ণের আরেক কর্ণধার অংক। তার জীবনেও সুযোগ ঘটেছে কীবোর্ড কমিটির লীলাখেলা দেখার। অংক এক মিটিং-এ উপস্থিত হয় যথারীতি সকাল এগারটায়। মিটিং শুরু হয় সাড়ে এগারটায় এবং সেটা কমিটির তৃতীয় মিটিং নাকি পঞ্চম মিটিং তা নিয়ে সভাসদদের মাঝে দীর্ঘ দেড় ঘন্টা আলোচনা ও হাসিঠাট্টা চলে। তারপর সভাপতির অনুরোধে মূল আলোচনায় যাওয়া হয়। অংক জানান— আসলে আমি যে মিটিংগুলোতে উপস্থিত ছিলাম তারসবগুলোতেই জঘণ্য হৈ চৈ হয়েছে। ডঃ মাহবুব যদিও কী বোর্ড ডিজাইনের মূল ব্যক্তিত্ব ছিলেন, কিন্তু বেচারা হৈচৈ-এর মাঝে কিছুই বলতে পারতেন না। অনেক সময় আলোচনা রীতিমত মারামারির পর্যায়ে চলে যেতো।

তারপরও আমরা একটা কীবোর্ড আদর্শ করে জমা দিয়েছি। এখন এটাকে ঘোষণা করে দেয়া হোক। কমপিউটারে সবকিছুই পরিবর্তন সম্ভব। ভবিষ্যতে সুন্দর প্রস্তাব এলে (অবশ্যই এটা প্রকাশের কয়েকমাসের মধ্যে) তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

আমি দেশের এ অবস্থার মুক্তি চাই।

সর্বশেষঃ এই প্রতিবেদন প্রেসে যাবার প্রাকালে আমারা জানতে পারি যে যদি আগামী একমাসের মধ্যে আদর্শ কীবোর্ড ঘোষণা করা হয়, তবে সাইটেক কোং তাদের কীবোর্ডকেও সে মোতাবেক পরিবর্তন করে নেবে।

আমরাও আশা করবো — মাতৃভাষার জন্যে শহীদ বীরদের মহান আত্ম ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্বেই যেন আদর্শ বাংলা কী বোর্ডের ঘোষণা দেয়া হয়।

শেষ কথা

আমাদের এই প্রতিবেদন তৈরীর জন্যে বিভিন্নমহলের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে আলাপ আলোচনায় বসতে হয়েছে। কেন এতদিন ধরে আমরা একটি আদর্শ কীবোর্ড পাইনি, তার বিশদ প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কলম ধরতে হয়েছে অপ্রিয়ভাবে। কিন্তু আমাদের এই প্রতিবেদন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থা

(বাকী অংশ ৬৬ পৃঃ ৩ কলামে)

CMIT

FOR BEST COMPUTER LEARNING

THE BEST CAN NOT BE THE CHEAPEST

AND FOR LEARNING YOU SHOULD GO FOR THE BEST

- AT CMIT YOU WILL EXPERIENCE THE MOST EFFECTIVE LEARNING ENVIRONMENT WITH OUR HIGHLY QUALIFIED AND FULL TIME FACULTY MEMBERS. THEY ARE PROFESSIONALS AND UNDERSTAND YOUR NEEDS.
- ALL TRAINING COURSES ARE SUPPORTED BY PC AT COMPUTER WITH 1MB RAM, 1.44 MB FLOPPY AND 40 MB HARD DISK OF EACH. OBVIOUSLY, ONE COMPUTER FOR EACH PERSON.

ENROLMENT IS GOING FOR ALL POPULAR APPLICATION PACKAGES AND PROGRAMMING LANGUAGES INCLUDING OUR CERTIFICATE COURSE ON COMPUTER MANAGEMENT IN BUSINESS.

FOR DETAILS PLEASE CONTACT OUR OFFICE (BETWEEN 9 A.M.-6 P.M.)

CMIT

Centre for Management & Information Technology

139, SHANTINAGAR, DHAKA-1217, PHONE : 834782

জাপানের "এটম টেকনোলজী"

জাপানের মিনিষ্ট্রি অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি (মিটি) ৭০ দশকে শেষ দিকে যখন BLSI প্রজেক্টে ২০ কোটি ডলার ব্যয় করে মূলতঃ তখন থেকে সেখানে সেমিকণ্ডাক্টর শিল্পের বিকাশ হতে থাকে। কদিন আগে মিটি এ ক্ষেত্রে আরও ২০ কোটি ডলার ব্যয় করার ঘোষণা দিয়েছে। এবারের উদ্দেশ্য ন্যানো-প্রযুক্তি। এটা এমন একটা কৌশল যার সাহায্যে অতিক্ষুদ্র সেমি-কণ্ডাক্টর ডিভাইস তৈরি করা যাবে। অনেক ক্ষেত্রেই এটা হবে পরমাণুর পর পরমাণু সাজিয়ে। এ কাজে যুক্ত থাকছে ফুজিৎসু, হিতাচী, এনইসি এবং তোশিবার মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহ। এর সাথে আরও যুক্ত হতে পারে আমেরিকার টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্টস, মটরোলা, আইবিএমসহ অন্যান্য কোম্পানী এবং ইউরোপের হাইটেক কোম্পানীসমূহ। এ প্রকল্পে যা ব্যয় হবে উপরোক্ত ২০ কোটি ডলার তার অংশ মাত্র।

'এটম টেকনোলজী প্রজেক্ট নামের এই প্রকল্পটির কাজ হবে মেমরী চিপ উৎপাদনের এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যার ১৬০০ কোটি বিট ডাটা ধারণ ক্ষমতা থাকবে। এটা বর্তমানের সবচেয়ে উচ্চ ক্ষমতার ১৬ মেগাবিট চিপের ১০০০ গুণ। এর জন্য যে ট্রান্সিস্টার থাকবে তা এত ছোট হবে যে একটা চুলের পরিধিতে কয়েক হাজারের ঠাঁই হবে। ১৬ গিগাবিট চিপের গবেষণা ও উন্নয়ন খরচ ২০০ কোটি ডলারের উপরে হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিসিসির আভ্যন্তরীণ সমস্যা চরমে

বিসিসি-র কর্মকর্তাদের সাথে কর্মচারীদের সম্পর্কের অবনতির জের হিসেবে ১৭ ডিসেম্বর কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

এর আগে কর্মচারী ইউনিয়নের ৫ দফা দাবীনামার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ধারামতে ১০দিনের মধ্যে আলোচনা না বসায় কর্মচারী ইউনিয়নের আবেদনে সাড়া দিয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দফতর ত্রিপক্ষীয় আলোচনার আয়োজন করলেও তা বিসিসির কর্মকর্তাদের অনীহার কারণে দু'দুবার পিছিয়ে যায়। ফলতঃ এটি অনেকটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ অবস্থায় সচেতন মহলের মনে প্রশ্ন জেগেছে বিসিসির আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে? তাছাড়া বিসিসির সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও সচেতন সমাজ প্রশ্ন তুলেছে। কারণ বিসিসি এপর্যন্ত দেশ ও জাতির স্বার্থে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেনি বাস্তবায়নতো দূরের কথা। অথচ তাদের বার্ষিক খরচের পরিমাণ কোটি টাকার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। সুতরাং প্রশ্ন উঠাই স্বাভাবিক যে প্রায় কোটি টাকা কি কেবল কিছু প্যাকেজ শেখানোর কোর্স চালানোর জন্য ? এ সকল কোর্সের ফি বাইরের প্রতিষ্ঠানের ফি'র চেয়ে অনেকক্ষেত্রে অনেক গুণ বেশি। দেশ এই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে অনেক, কিন্তু তার সামান্যতমও বিসিসি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এর দায়ভাগ কে কিভাবে নিবে ?

'কমপিউটার জগৎ' ডিসেম্বর সংখ্যায় দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে এর অবসান আশা করেছিল। এখনও তাই করছে।

কম্প্যাকের ৩ বছরের ওয়ারেন্টি

গত মাস থেকে বিশ্বজুড়ে কম্প্যাক কমপিউটার তার প্রতিটি বিক্রিত পিসিতে এবং সকল পণ্যে তিন বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে।

কম্প্যাকের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এক্‌হার্ড ফেইফারের মতে— জুনের মূল্যহ্রাসের পর এটা কম্প্যাকের বিশ্বব্যাপী কৌশলের দ্বিতীয় পর্যায়।

কম্প্যাকের ওয়ারেন্টি বিক্রিত পণ্যের মালিকানা বদল হলেও অব্যাহত থাকবে। তবে যে সমস্ত পণ্য কম্প্যাক এখন আর তৈরি করছে না তাদের ওয়ারেন্টি এক বছরে সীমিত থাকবে।

এদিকে কম্প্যাক জানিয়েছে '৯২ সালে প্রকাশিত বেশিরভাগ কমপিউটার বিষয়ক পত্রিকাসমূহ সেরা পণ্য হিসাবে কম্প্যাকের বেশ কয়েকটি পণ্যকে নির্বাচিত করেছে বলে জানা গেছে।

সিএসএল নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার দেবে

কমপিউটার সলিউসন্স লিঃ ঢাকায় সদ্য চালুকৃত নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপিউটার সরবরাহের অর্ডার পেয়েছে।

গত বছরের শেষের দিকে আহ্বানকৃত টেণ্ডারের অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রায় ২০/২৫ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করে সিএসএল সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা হিসেবে এই অর্ডার লাভ করে। সিএসএল'এর পরিচালক জনাব রফিকুল ইসলাম রফি **কমপিউটার জগৎ**-এর প্রধান নির্বাহীকে জানান যে, সিএসএল নেটওয়ার্ক করবে নোবেল সিস্টেমে এবং তা করবে এপ্লাইড কমপিউটার টেকনোলজি। উল্লেখ্য যে, বিত্তবানদের সন্তানদের বিদেশে পড়ালেখা করতে যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় তা রোধকল্পে সরকার দেশেই একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। সম্প্রতি বেসরকারী পর্যায়ে এটা চালু হয়েছে এবং বিদেশের বেশ ক'জন প্রখ্যাত শিক্ষক এতে ক্লাশ নেবেন বলে জানা গেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে

আগামী মাসে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর আবদুস সালামের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে পারেন। বিশ্বের জনবহুল ২০টি দেশে এ ধরনের ২০টি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হবে। বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা ছাড়াও এ কেন্দ্রে বিশেষভাবে কমপিউটার সফটওয়্যার তৈরি লক্ষ্যে বিজ্ঞানীগণ কাজ করবেন। প্রফেসর নাসিম রহমান এ কেন্দ্রের সমন্বয়কারী। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞানীরাও এ কেন্দ্রে কাজ করবেন। বাংলাদেশ সরকার এ কেন্দ্রের জমি ও ভবন নির্মাণ করবে এবং স্থানীয় কর্মচারীদের মাইনে দিবে। এই কেন্দ্রের ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অর্থ যোগান দেবে বন্ধু দেশ ও জাতিসংঘ। প্রফেসর সালাম দু'বছর আগে জাতিসংঘকে এ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পরামর্শ ও পরিকল্পনা দিয়েছিলেন।

স্বাগতম কম্পু বাংলা

ডিসেম্বরে ঢাকায় 'কম্পু বাংলা' নামে একটি মাসিক কমপিউটার ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে। 'ক্যানন'-এর স্থানীয় পরিবেশক 'দেশবাংলার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে।

কম্পু বাংলার প্রথম সংখ্যাটি ভাল। পত্রিকাটি আইবিএম প্রাইমেক্স-এর ঘরোয়া ইংরেজী মাসিক Computing-এর মতো আত্মপ্রচার না করলে হয়তো টিকে যাবে।

কমপিউটার জগৎ কম্পু বাংলার প্রকাশকে স্বাগতম জানায় এবং পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানায়।

ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে শিক্ষার্থী নেই

দেশের কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে তীব্র শিক্ষার্থী সংকট এখনও বজায় রয়েছে। গত নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই সংকট ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, সিলেটেও রয়েছে বলে জানা গেছে।

ট্রেনিং শেষে চাকরির সুযোগের অভাবে, নিম্নমানের ট্রেনিং এর কারণে, সর্বোপরি জীবন-যাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় অভিভাবকরা এখন কমপিউটার ট্রেনিং-এ সন্তানদের পাঠাতে চাচ্ছেন না।

আশংকা করা হচ্ছে আগামী এস. এস. সি পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সংকট অব্যাহত থাকবে।

পরলোকে ডঃ নুরুল উলা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ নুরুল উলা গত ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯২ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে - - - - রাজেউন)। ডঃ উলা ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। তিনি নাসার রিসার্চ ফেলো হিসেবে আমেরিকায় এবং সউদী আরবের রিয়াদ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। ডঃ উলা ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চের কাল রাত্রিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে পাক-হানাদার বাহিনী যে পাশবিক হত্যাযজ্ঞ চালায় তা ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করেন। এই সচিত্র দৃশ্যগুলো পাকহানাদার বাহিনীর গণহত্যার একটি বিরল প্রমাণ। আমরা অধ্যাপক ডঃ উলার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

বনানীর মিনাবাজারে কমপিউটার

গত ২৪ থেকে ২৬শে ডিসেম্বর বনানীতে অনুপ্রাস কবি সংগঠন এবং দি ইউনাইটেড সেভিংস, স্টাডি এণ্ড হেলথ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর যৌথ উদ্যোগে মিনাবাজার অনুষ্ঠিত হয়। মিনা বাজারটি স্পনসর করে বনানীস্থ দি কমপিউটার্স এণ্ড কমিউনিকেশন। মিনা বাজারে সি এণ্ড সি কমপিউটার প্রদর্শন করে।

বাংলো একাডেমী (১৯ পৃষ্ঠা পর)

থেকে তৈরী করা হয়েছে এবং কোন ব্যক্তিকে হেয় করা আমাদের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

রিপোর্ট লেখার শেষ দিকে — মোস্তফা জব্বার জানিয়েছেন— আদর্শ যে কোন কীবোর্ডের প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। সাইফুদ্দোহা শহীদ বলেছেন — আমি অবশ্যই আদর্শ কীবোর্ড অতিশত্বর চাই। মোঃ শামসুল হক বলেছেন — যে কোন ব্যক্তিগত ক্ষতির মূল্যেও কীবোর্ডে আদর্শ করা হোক। তাদের সাথে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই অনতিবিলম্বে বাংলা আদর্শ কীবোর্ড প্রণয়ন করা হোক।

কমপিউটার জগৎ-এর পুরানো সংখ্যার জন্য. . . .

আপনার কাছে কমপিউটার জগৎ-এ '৯১ সালের জুলাই সংখ্যা থাকলে বর্তমান যে কোন ৫টি সংখ্যার সাথে (বা ষাট টাকায়) আমাদের কাছে বিনিময় করতে পারেন। ৯২ সালের জুলাই সংখ্যাও আমাদের প্রয়োজন। তবে এর জন্য পাবেন বর্তমান যে কোন ৩টি সংখ্যা বা তার সমমূল্য। আমাদেরকে ৫০৬৪৮৫ নম্বর ফোনে বা চিঠিতে জানান। আমরাই আপনার কাছ থেকে কপি সংগ্রহ করে নেব।